৭/৪/২০০১

দৈনিক ইনকিলাব

~~ভোরের কাগজ~~

ঢাকা, সোমবার ২৬ চৈত্র ১৪০৭, ৯ এপ্রিল ২০০১

শিক্ষা ও গবেষণায় সাহায্যের নামে তৃতীয় বিশ্বে পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণ কৌশল

জামাল উদ্দিন বারী

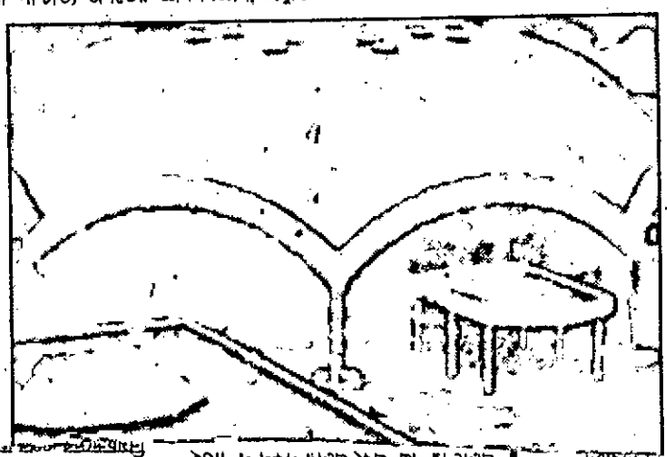

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক ও জীবনমানের বৈষম্য ক্রমে বেড়েই চলেছে। ক্রমবর্ধমান এই বৈষম্যের পেছনে যে বিষয়টি কাজ করছে সেটা হচ্ছে– শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রযুক্তিতে তৃতীয়বিশ্ব পাশ্চাত্যের ওপর কোন না কোনভাবে নির্ভরশীল। আমাদের বর্তমান সময়ের ক্ষয়িষ্ণু বিশৃংখল উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলোর কথা বাদ দিলেও কথিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও পশ্চিমা শিল্পোন্নত বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে ও ছত্রছায়ায় পরিচালিত হতে দেখা যায়। এভাবেই তৃতীয় বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে এবং সেই সাথে তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের বিষয়টি পশ্চিমা শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর লেকচার মেটেরিয়ালের ওপর নির্ভর করতে হয় বহুলাংশে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত

আবিদজান ইউনিভার্সিটিতে বৃত্তি হিসেবে ১৯৬৩ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে প্রায় ১০ লাখ ডলার ব্যয় করে। এই ইউনিভার্সিটিকে ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত কার্নেগী ফাউন্ডেশন প্রায় ৩০ লাখ ডলার প্রদান করে। ১৯৬৮-১৯৭৭ – এই এক দশকে আবিদজান ইউনিভার্সিটি ফোর্ড ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে লাভ করে ১৯ মিলিয়ন ডলার "International Institute for tropical agriculture" বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য এই অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। ষাটের দশকে ফোর্ড রকফেলার ও কার্নেগী ফাউন্ডেশন পূর্ব আফ্রিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করে। উগান্ডা, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া প্রভৃতি দেশে মেকারেরে ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব নাইরোবি এবং ইউনিভার্সিটি অব দারএস সালাম প্রচুর আর্থিক ও শিক্ষাগত সহযোগিতা লাভ করে। এই সাহায্যের ফলে এসব বিশ্ববিদ্যালয় নিঃসন্দেহে উন্নতি লাভ করেছিল। কিন্তু এই সহযোগিতার পেছনে যে বিষয়টি মুখ্য ভূমিকা পালন করে তা হচ্ছে– পশ্চাৎপদ আফ্রিকানদের আধুনিক পশ্চিমা শিল্পোন্নত সমাজের হালফিল অবস্থার সাথে পরিচিত করে তোলা এবং সেখানকার সামাজিক বিজ্ঞানের প্রবণতাগুলো এখানে প্রবর্তন করা। পাশ্চাত্যের নগর